এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমটি মূলত সাহিত্য, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা সমৃদ্ধ বৃত্তিমূলক একটি শিক্ষা কার্যক্রম। অথচ এ কোর্সে দক্ষতাকেন্দ্রিক Vocational শিক্ষা নেই বললেই চলে। একে বৃত্তিমূলক খোলসে সাধারণ শিক্ষা বলাটাই শ্রেয়। এ শিক্ষাক্রম প্রকল্পটির বয়স ১০ বছর হলেও জাতিকে বিন্দুমাত্র সাফল্যের মুখ দেখাতে পারেনি।

এ কোর্সে ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৫-০৬ শিক্ষা সাল পর্যন্ত ২৮,৫০০টি আসনে মাত্র ৬,৬০৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। অথচ এ সময়ে এ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণ ব্যয় হয়েছে শত কোটি টাকার ওপরে। চলতি ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে খোদ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নিজ জেলা মুন্সিগঞ্জসহ কয়েকটি টিএসসিতে এ বছর কোনো শিক্ষার্থীই ভর্তি হয়নি। অধিকাংশ টিএসসিতে প্রতিটি ট্রেডে ৩০ জন শিক্ষার্থীর আসনে ৩-৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে আছে। আগের মতো এ শিক্ষাবর্ষেও প্রায় ৮৫% আসন শূন্য রয়েছে।

১৯৯৯-২০০৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৭টি চূড়ান্ত পরীক্ষায় এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ১৮০৮ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। গড়ে পাসের হার ৩২.৬%। দেশে ২০০৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৬৬%। এমনকি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি সমমান পরীক্ষা এইচএসসি (ব্যবসা ব্যবস্থাপনা) কোর্সে পাসের হার ৭১.৭৪% হলেও এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে মোট ২২২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৬৬৭ জন, পাসের হার ৩০%। লক্ষণীয় এ শিক্ষাক্রমটির ২৭৯টি ট্রেডের জন্য সরকারের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ব্যয় প্রায় ১৫,০০,০০,০০০/= টাকা এবং বোর্ড অ্যাফিলিয়েশন ফি ২৩,৭১,৫০০/- টাকা।

দক্ষতাহীন এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের এ বিপর্যয় রোধে পাঠ্য বিষয়ের সংস্কার অত্যাবশ্যক। বিদ্যমান রাজস্ব খাতের শিক্ষক সমিতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রকল্পের নামে শত শত কোটি টাকার অপচয় বন্ধ করে শিক্ষাক্রমটিকে পূর্ণমাত্রায় বৃত্তিমূলক করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ফলাফল হিতে বিপরীত হতে দেখা গেছে।

অচল এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমটির বদৌলতে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহ এখন টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) নামে পরিচিত। বিদ্যমান রাজস্ব খাতে সৃষ্ট ৬৩৭টি প্রশিক্ষক/শিক্ষক পদে যোগ্যতার জনবল থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের আদলে প্রকল্পাকারে পদ ও বেতন কাঠামো সৃষ্টি করে ৩০-৬-২০০৪ তারিখে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে মেধার যথার্থ মূল্যায়ন না করে উন্নয়ন খাতের প্রায় সকল পদে জনবল নিয়োগ করা হয়। রাজস্ব চাকরি বিধি অনুযায়ী এদের অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা অধিষ্ঠিত পদ ও বেতন স্কেলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ জনবলকেই স্বীয় পদসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রস্তাব প্রেরণ করলে স্মারক নম্বর অম/অবি(বাস্ত-২)/বেঃ স্কেঃ নিঃ (শিক্ষা)-২/২০০৫/১৩২-এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় এদেরকে অযোগ্য ঘোষণা করে এবং স্মারক নম্বর অম/অবি/বা-২/৫/২৫৩১ সাঃ/শিঃ(৫২)/২০০৬ (অংশ)/২০৭ তারিখ ১৪/৮/২০০৬-এর মাধ্যমে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, ১-৭-১৯৯৭-এর পরে সৃষ্ট পদের প্রকল্প হওয়ায় বিধি অনুযায়ী পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের পরে উন্মুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার জনবলকে নিয়োগ দিতে হবে। এর পরবর্তী কার্যকলাপ আরো হতাশাব্যঞ্জক।

বস্তুত নানা অদূরদর্শী এবং অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কারণে ৬৪ টিএসসিতে সরকারের বাৎসরিক আর্থিক ক্ষতি কয়েক কোটি টাকা। সরেজমিনে তদন্তে তা উদঘাটন হওয়া আবশ্যক।

এ অবস্থায় এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের জন্য সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির প্রতিরোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে অপশিক্ষা রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

ফয়েজ আহমেদ
রংপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রংপুর।

17 MAY 2007